

৮৫

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা : শীঘ্রই ফল প্রকাশ

গত ১০ এপ্রিল ১৯৯২ অনুষ্ঠিত
১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষের এমবিবিএস ভর্তি
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ
উত্থাপিত হওয়ার পরিস্থিতিতে সরকার
কর্তৃক বিষয়টি তদন্তের জন্য স্বাস্থ্য ও
পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত
সচিবের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি তদন্ত
কমিটি গঠন করা হয়। এই তদন্ত
ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত
(৮-এর পৃঃ ৮ঃ)

মেডিক্যাল ভর্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পদ্ধতি, পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ এবং
পরীক্ষার হলে, বিতরণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ
করে। তাছাড়া কমিটি বিভিন্ন কেন্দ্রের
মেডিক্যাল পরীক্ষা পরিচালনা বোর্ডের
এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিবৃতি ও
বক্তব্য গ্রহণ করে। একই সাথে প্রশ্নপত্র
ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগকারীদের বিভিন্ন
মৌখিক এবং লিখিত বক্তব্য গ্রহণ ও
পর্যালোচনা করে।

লিখিত ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ
পদ্ধতিতে গ্রহণ এবং উত্তরপত্র
কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা
হয়েছে। তদন্ত কমিটি কর্তৃক পরিলক্ষিত
হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী
উক্ত লিখিত পরীক্ষায় কোয়ালিফাইং নম্বর
৬০% অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

সর্বদিক বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক তদন্ত
কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে সিদ্ধান্তে
উপনীত হয় যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন
যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং
প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগটি সম্পূর্ণ
ভিত্তিহীন।

সরকার কর্তৃক তদন্ত কমিটির
প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়েছে এবং যেহেতু
প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী লিখিত
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, সেহেতু
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী
কোয়ালিফাইং নম্বর ৬০% এর পরিবর্তে
৫৫% পুনঃনির্ধারণ করতঃ সংশ্লিষ্ট
কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে লিখিত পরীক্ষার
ফলাফল প্রকাশ করার জন্য এবং পরবর্তী
পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা
হয়েছে। স্ববর তথ্য বিবরণীর।

০৭